কন্যাশিশু বার্তা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪
বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী শিশুদের নিয়ে কাজ করে জাতিসংঘ শিশু তহবিল-ইউনিসেফ। সংস্থাটি গত সেপ্টেম্বর, ২০১৪ 'Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়– দক্ষিণ এশিয়ায় কিশোরী নির্যাতনের শীর্ষে বাংলাদেশ এবং ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এ ক্ষেত্রে সাত। এখানে প্রায় প্রতি দু জনের একজন (৪৭ শতাংশ) বিবাহিত কিশোরী (১৫ থেকে ১৯ বছর) স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়। এর বিপরীতে বিশ্বে প্রতি ১০ জনে একজন মেয়ে ১৯ বছর বয়স পেরোনোর আগেই ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।

ইউনিসেফ-এর এ প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক। কারণ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শুধু সার্ক অঞ্চলেই নয়, সারা বিশ্বেই বাংলাদেশ এক রোলমডেল তথা একটি ইতিবাচক উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে। অথচ কিশোরী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

ইউনিসেফ-এর প্রতিবেদনে কিশোরী নির্যাতনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ১৮ বছরের নিচে বিয়ে মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। অনেক দেশে সেটা আইনেরও লঙ্ঘন। এর পরও এমনটা প্রায়ই ঘটে। গবেষণায় দেখা গেছে, কম বয়সে বিবাহিত মেয়েরা পরিবারের মধ্যে স্বামী বা অন্য সদস্যদের দ্বারা বেশি নির্যাতনের শিকার হন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এখানে ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে যেসব মেয়েদের বিয়ে হয়, তারা অন্যদের তুলনায় বেশি শারীরিক নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।

আমরাও তাই মনে করি, শিশুবিবাহের শিকার হওয়া একজন কিশোরীকে নতুন একটি পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হিমশিম খেতে হয়। মানসিক পরিপক্কতা না আসার কারণে নতুন পরিবারে গিয়ে কিশোরী বধূদের নানা ধরনের গঞ্জনা সইতে হয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় যৌতুকসহ নানান অন্যায় দাবিতে শারীরিক নির্যাতন।

আমরা মনে করি, শিশুবিবাহের ফলে শারীরিক ও মানসিকই নয়, এর ফলে কন্যাশিশুরা তাদের প্রাপ্য অধিকার যেমন, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকেও বঞ্চিত হয়। একইসাথে কন্যাশিশুরা বঞ্চিত হয় আয়ের সুযোগ, আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য প্রবাহ থেকেও। অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অহেতুক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এছাড়া শিশুবিবাহের শিকার কিশোরী মাতা জন্ম দেয় অপুষ্ট শিশু – যে দুর্বল ও পুষ্টিহীন শিশুরা জাতির ভবিষ্যত অগ্রগতির জন্য বাধার কারণ হতে পারে। সুতরাং এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং এমডিজি পরবর্তী সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জন করতে হলে শিশুবিবাহ বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, শিশুবিবাহ বন্ধ করে কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করা গেলে ছেলেশিশুর মতো তারাও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। তাই আসুন, শিশুবিবাহের অভিশাপ থেকে কন্যাশিশুদেরকে মুক্ত করতে যে যার অবস্থান থেকে পারিবারিক এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করি। তাদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা-তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারিবারিক সচেতনতা সৃষ্টি করি।

শিশুর বিবাহ: কন্যাশিশুর সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন

নাছিমা আক্তার জলি

শিশুবিবাহ একটি সামাজিক অভিশাপ। এর ফলে সম্ভাবনাময় কিশোর-কিশোরীদের বেড়ে ওঠা ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। বিবাহ মানুষের জীবনের একটি আনন্দময় ঘটনা হলেও শিশুবিবাহ কোনো উৎসবের আমেজ বয়ে আনে না, বরং ডেকে আনে একটি সর্বনাশা পরিণতি। অবুঝ কন্যাশিশু বা অসহায় কিশোরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক সময় জোর করেই বিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে একজন কন্যাশিশু তার প্রাপ্য সব অধিকার থেকেই শুধু বঞ্চিত হয় তা নয়, শিশুবিবাহ একজন শিশুর মানবাধিকার লঙ্ঘনও বটে।

শিশুবিবাহ কন্যাশিশুদের শিক্ষার অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে। আইসিডিডিআরবি এবং প্ল্যান বাংলাদেশের যৌথ জরিপ-২০১৩ অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে ১৮ বছরের পূর্বে বিবাহের শিকার হওয়া শিশুদের শতকরা ৮৬ ভাগই নিরক্ষর। শতকরা ৭৭ ভাগ কন্যাশিশু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পরপরই শিশুবিবাহের শিকার হয়।

শিশুবিবাহ মা ও তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শারীরিক ও মানসিকভাবে অপ্রস্তুত শিশুমাতার সন্তান জন্মদানে অধিক পরিমাণে ঝুঁকি দেখা দেয় এবং অনেকক্ষেত্রে গর্ভধারণজনিত নানা সমস্যা যেমন, অবস্ট্রেটিক ফিস্টুলার শিকার হতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী গর্ভবতী নারীদের তুলনায় ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী গর্ভবতী নারীদের মৃত্যুঝুঁকি থাকে পাঁচগুণ বেশি। এছাড়াও দেখা গেছে, ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের পর অধিক পরিমাণে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যেহেতু সে নিজেই একজন শিশু। তার শরীর ও মন কেনোটাই প্রস্তুত থাকে না বৈবাহিক ও সাংসারিক দায়-দায়িত্বগুলো গ্রহণ করবার মতো। ফলে শিশুবিবাহজনিত কারণে শিশু দীর্ঘস্থায়ী পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস (মানসিক ও আবেগীয় উৎপীড়ন) যেমন, হতাশা, অসহায়ত্ব ও নানা ধরনের মানসিক অসুস্থতায় ভুগতে থাকে।

সর্বোপরি, শিশুবিবাহ কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অধিকারকে খর্ব করে। শিশুর বিয়ে হলে তা কনভেনশন অব দ্যা রাইটস অব দ্যা চাইল্ড-সিডও-এর লঙ্ঘন। শিশুবিবাহ কোনোভাবেই একটি কন্যাশিশুর স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতে হতে পারে না, যা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা-১৯৪৮-এর-ও লঙ্ঘন।

বিদ্যমান 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯' এ শিশুবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রকৃত সত্য হলো, শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করে শিশুবিবাহ রোধ করা সম্ভব নয়। মাঠ পর্যায় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, অভিভাবকরা অনেক সময় সামাজিকভাবে গোপন রেখে কন্যাশিশুদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। বিষয়টি জানাজানির পর বিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয়রা এগিয়ে আসলে অভিভাবকরা দরিদ্রতার দোহাই দেন। এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবহিত করা হলে অভিভাবকদের যুক্তিতে তারা বিব্রত ও অসহায় বোধ করেন। আবার অনেক সময় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিয়ের আগে ছেলে-মেয়েদের জন্মনিবন্ধন সনদে ভুয়া জন্ম তারিখ লেখা হয়। যাতে অল্প বয়সেই সন্তানদের বিয়ে দেয়া যায়।

আশার দিক হলো, বর্তমান সরকার 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৩' নামে সময়োপযোগী একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া শিশুবিবাহ রোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ প্রদান-সহ নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে– যেমন, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণকে জোরদার করতে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, উপবৃত্তি চালু, মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন সংশোধন করে রেজিস্ট্রেশনবিহীন বিয়ে করার শাস্তি তিন মাসের স্থলে দু বছর করা, বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের সময় জন্মনিবন্ধন সনদপত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিশুবিবাহ প্রতিরোধ ও শিশু জন্মনিবন্ধনের দায়িত্ব প্রদান করা ইত্যাদি।

এসব উদ্যোগের ফলে শিশুবিবাহ কিছুটা রোধ করা গেলেও স্থায়ীভাবে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আরও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কন্যাশিশুর পারিবারিক-সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়ার পাশাপাশি কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষায় এ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও আইন মানার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও শিশুবিবাহ রোধে বিয়ের জন্য বয়স প্রমাণে ডিজিটাল জন্মনিবন্ধন সনদ দেখানো বাধ্যতামূলক করা, ইউনিয়ন তথ্যসেবা প্রদান কেন্দ্র থেকে শিশুবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর লিফলেট বিতরণ, ডকুমেন্টারি-শো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিশোরীদের জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে।

শিশুবিবাহ প্রতিরোধ বা নিরুৎসাহিত করতে সচেতন নাগরিক সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ আন্দোলনের আওতায় কিশোর-কিশোরী, নারী ও পুরুষ, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নীতি নির্ধারকমণ্ডলী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, আইনজীবী, গণমাধ্যম এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি ও আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও কর্মীদেরকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করতে হবে।

আজ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শিশুবিবাহ রোধ করে কন্যাশিশুদেরকে শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবতী ও উপার্জনক্ষম করে তোলার পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে তারা পরিবার তথা রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হবে। তাই কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ করাকে আমাদের নৈতিক দায়িত্বে পরিণত করতে হবে, যা সামাজিক সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যও জরুরি। সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা তৈরি তথা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কন্যাশিশুর প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

লেখক: নাছিমা আক্তার জলি- সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও উন্নয়নকর্মী।

কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করে শিশুবিবাহ বন্ধে অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে
জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন

শিশুবিবাহ বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা। এরফলে কন্যাশিশুরা বঞ্চিত হয় শিক্ষা ও পুষ্টিসহ অন্যান্য অধিকার থেকে। তাই শিশুবিবাহ বন্ধে কন্যাশিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা ও তাদেরকে সৃজনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে আলাপ-আলোচনা, সচেতনতা সৃষ্টি এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এমন উপলব্ধি থেকে 'শিক্ষা-পুষ্টি নিশ্চিত করি, শিশুর বিয়ে বন্ধ করি' – এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হলো জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম গ্রহণ করে নানামুখী কর্মসূচি। এরমধ্যে ছিল– বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা, 'কন্যাশিশ-১০' সংকলন/জার্নাল ও পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর যৌথ উদ্যোগে সকাল ০৮:৪৫টায় চারুকলা ইনিস্টিটিউট (শাহবাগ, ঢাকা) এর সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। বেলুন উড়িয়ে র‍্যালির উদ্বোধন করেন জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি- মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। র‍্যালিতে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, ব্র্যাক, প্ল্যান বাংলাদেশ ও অপরাজেয় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ প্রায় দু হাজার জন নারী-পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালি উদ্বোধন পূর্ব সমাবেশে মেহের আফরোজ চুমকী বলেন, 'শিশুবিবাহ বাংলাদেশের জন্য এক অভিশাপ। এর ফলে যেমন বাড়ছে নারী নির্যাতন, তেমনি জন্ম নিচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশু। মাতৃস্বাস্থ্য হয়ে পড়ছে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শিশুবিবাহ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।' তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার শিশুবিবাহ বন্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান শিশুবিবাহ সংক্রান্ত আইনটি বাতিল করে একটি শক্তিশালী নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে শুধুমাত্র সরকারের একার পক্ষে শিশুবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ। আমরা যদি কন্যাশিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে তারা উপার্জনক্ষম এবং স্বাবলম্বী নারী হিসেবে বেড়ে ওঠতে পারবে, অবদান রাখতে পারবে সমাজ ও রাষ্ট্রে।'

র‍্যালি শেষে সকাল ১০:০০টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর শহীদ মতিউর রহমান মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তারিক-উল ইসলাম- মাননীয় সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ড. বদিউল আলম মজুমদার- সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, জনাব জেমি টেরজি- কান্ট্রি ডিরেক্টর, কেয়ার

বাংলাদেশ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম আশরাফুন্নেসা- যুগ্ম সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অধ্যাপক লতিফা আকন্দ- সহ-সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, জান্নাতুল ফেরদৌস রুমা- অ্যাডভাইজার, চাইল্ড প্রোটেকশন, প্ল্যান বাংলাদেশ ও নাছিমা আক্তার জলি- সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশাররফ হোসেন- পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফোরাম সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি। তিনি বলেন, 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ১৭৮টি সংগঠনের একটি প্লাটফর্ম। এই ফোরাম-এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে প্রতিটি সংগঠনই স্ব-স্ব সামর্থ্যের জায়গা থেকে কন্যাশিশুদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ফোরাম-এর উদ্যোগে আমরা মাঠ পর্যায়ে শিশুবিবাহ বন্ধে প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি কন্যাশিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নীতি প্রণয়নেও ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি।'

জনাব তারিক-উল ইসলাম বলেন, 'আমরা চাই, আর কোন কন্যাশিশু যেন শিশুবিবাহের শিকার না হয়। এজন্য শুধু রাজধানীতে নয়, শিশুর বিবাহ বন্ধের শ্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশেই বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি দিবস পালিত হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আমরা কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি। '১০৯২১' নাম্বারে ফোন করে যে কেউ নারী ও শিশু নির্যাতনের সংবাদ অবহিত করলে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আমি মনে করি, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি শিশুবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রচারণা চালানো।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'কন্যাশিশুরা গুরুত্বপূর্ণ – এটা আমাদের বারবার করে বলতে হবে। তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। কন্যাশিশুরা শিক্ষিত হলে নারীরা শিক্ষিত হয়। আর নারীরা শিক্ষিত হলে পুরো জাতি শিক্ষিত হবে। একইভাবে কন্যাশিশুরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আর নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে তাদের গর্ভ থেকে সুস্থ সন্তানের জন্ম হয়। এভাবেই আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে। কিন্তু কন্যাশিশুরা শিশুবিবাহের শিকার হলে তারা শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই জাতি হিসেবে এগিয়ে যেতে হলে শিশুবিবাহ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।'

জেমি টেরজি বলেন, 'বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৪৫ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। আবার এ শিশুদের ৪৮ শতাংশই হলো কন্যাশিশু। এই কন্যাশিশুদের ৬৪ শতাংশ ১৮ বছর বয়সের আগেই শিশুবিবাহের শিকার হয়, যারা শিক্ষা ও পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই শিশুবিবাহ বন্ধ করতে না পারলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র আকারে পিছিয়ে যাবে। আমরা চাই, এমন একটি সমাজ–যেখানে কন্যাশিশুরা শিক্ষিত হয়ে বড় রাজনীতিবিদ, প্রকৌশলী ও ডাক্তার হবে এবং নিজেদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।'

বেগম আশরাফুন্নেসা বলেন, 'শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র দায়িত্ব নিলে শিশুরা এগিয়ে যায়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কন্যাশিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গার্ল সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুবিবাহ বন্ধে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আশা করি, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের কন্যাশিশুরা এগিয়ে যাবে।'

অধ্যাপক লতিফা আকন্দ বলেন, 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস একটি তাৎপর্যপূর্ণময় দিন। এটি আমাদের জন্য গৌরবের দিন। বাংলাদেশের কন্যাশিশু তথা নারীরা এগিয়ে গিয়েছে, আমরা আরও এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু কন্যাশিশুদের বিকাশের জন্য অনেক দরজাই বন্ধ থাকে। এ বন্ধ দরজাগুলো আমরা খুলে দিতে চাই। কারণ আমরা চাই বিশ্ব জয় করতে।'

জান্নাতুল ফেরদৌস রুমা বলেন, 'শিশুবিবাহের শিকার হওয়া ৭০ শতাংশ কন্যাশিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে, ৫০ শতাংশ মাতৃমৃত্যুর হার বেড়ে যায়। এছাড়া জন্ম নেয় অপুষ্ট শিশু। তাই শিশুবিবাহ বন্ধ করা না গেলে দেখা যাবে ৫০ বছর পর অপুষ্টরাই বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিচ্ছে।' তিন বলেন, 'শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য ছাড়া একজন মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হতে পারে না। অথচ শিশুবিবাহের শিকার হওয়া কন্যাশিশুরা এ দুটো অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।'

জনাব মোশাররফ হোসেন বলেন, 'কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারলে শিশুবিবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। শিশুদের অনেক অধিকার রয়েছে। কিন্তু অনেকেই এ ব্যাপারে সচেতন নয়। তাই শিশুদের অধিকারগুলো সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে হবে। কারণ, আমরা চাই, বৈষম্যহীন এক সমাজ।'

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের শেষভাগে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

'কন্যাশিশু-১০' জার্নাল ও পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন

কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিতকরণের সামাজিক আন্দোলনকে বিস্তৃত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো প্রকাশনা। এমন অনুধাবন থেকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দেশের খ্যাতনামা লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক ও উন্নয়নকর্মীদের ৩০টি লেখনী নিয়ে 'কন্যাশিশু-১০' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংকলন (জার্নাল) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধসমূহে লেখকগণ বিদ্যমান সমাজে কন্যাশিশুদের অবস্থা ও অবস্থানের নানান দিক তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিগত কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিশুবিবাহের কারণ ও প্রতিকারের বিভিন্ন উপায় নিয়ে কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য, ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে শিশু একাডেমীতে আয়োজিত আলোচনা সভার বিশেষ এক পর্যায়ে 'কন্যাশিশু-১০' জার্নাল ও দিবসকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর দৈনিক সমকাল পত্রিকায় একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ক্রোড়পত্রটি প্রকাশিত হয়। এতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী এমপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব তারিক-উল-ইসলাম, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী-এর চেয়ারম্যান কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর সেন্নায়েত গেব্‌রিগ্‌জেবিয়ার তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করেন। এতে ফোরাম সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি'র 'শিশুর বিবাহ : সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন' শিরোনামের একটি নিবন্ধ প্রকাশ হয়।

বাণীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ বলেন, '...বাল্যবিবাহ কন্যাশিশুর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দরিদ্র পরিবারে কন্যাশিশুর বিয়ের প্রচলন এখনও রয়েছে। ফলে অল্প বয়সে গর্ভধারণসহ সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কিশোরী মায়েরা অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই শিশুর বিয়ে বন্ধ করে কন্যাশিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি ও পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'শিক্ষা-পুষ্টি নিশ্চিত করি, শিশুর বিয়ে বন্ধ করি' প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।...'

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '...শিশু বয়সে বিয়ে হলে কন্যাশিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভাবনা সীমিত হয়ে যায়। এটি নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নের অন্তরায়। বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে জন্মনিবন্ধন সনদ কিংবা জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।... আমরা নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করতে আমরা প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছি।... আমি আশা করি, কন্যাশিশুদের নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সম-সুযোগ প্রদানে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ এগিয়ে আসবেন।...'

রচনা প্রতিযোগিতা

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর আয়োজনে এবং কারিতাস বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুটি গ্রুপে সারাদেশের প্রায় ৩৭০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, এরমধ্যে ১২ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা 'ক' গ্রুপে 'কন্যাশিশুর শিক্ষা' বিষয়ে এবং অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা 'অভিভাবকের ভূমিকা' বিষয়ে রচনায় অংশগ্রহণ করে।

'ক' গ্রুপে যৌথভাবে প্রথম স্থান অর্জন করে রাজধানী ঢাকার (মিরপুর-২) মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ-এর সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী শাহরিয়ার হাসান প্রান্ত। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রাজধানী ঢাকার ফাশেরটেক-এ (নতুন বাজার সংলগ্ন) অবস্থিত ফুনডা সিয়ন ইন্টারভিডা হোবা পাঠশালার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মনিকা আক্তার। ঝিনাইদহ জেলার কাঞ্চন নগর স্কুল এন্ড কলেজ-এর সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মোছাঃ আরশি খাতুন অর্জন করে তৃতীয় স্থান। চতুর্থ স্থান অধিকার করে রাজধানী ঢাকার রায়েবাজারে অবস্থিত আব্দুল হাশেম খান ইউসেপ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী সুমি জাহান। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার গাবতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী চাঁদনী আক্তার (সাথী) অর্জন করে পঞ্চম স্থান। ষষ্ঠ স্থান অর্জন করে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার সিনহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী উম্মে জামিলা মিলি।

'খ' গ্রুপে যৌথভাবে প্রথম স্থান অর্জন করে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ-এর নবম শ্রেণীর ছাত্রী শাহানা সুলতানা। রাজশাহীর অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়-এর নবম শ্রেণীর ছাত্রী রাফিয়া রহমান অর্জন করে দ্বিতীয় স্থান। বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার চিলা মনুমিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সমাপ্তী মিস্ত্রী। রংপুর জেলার বেতগাড়ীর মোঃ কামরুজ্জামান (ইতুল) অর্জন করে চতুর্থ স্থান। পঞ্চম স্থান অর্জন করে ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ইউসেপ হিসামউদ্দীন আহম্মেদ স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ ইয়াসীন আরাফাত। ঢাকার (মিরপুর-১২) পল্লবী এডুকেশন সেন্টার-এর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মোঃ নাঈম আলী অর্জন করে ষষ্ঠ স্থান।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর আয়োজনে এবং ভূঁইঞা ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪, দুপুর ৩.০০টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে (চিত্রশালা প্লাজা) শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৫০০ শতাধিক শিশু চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে, এরমধ্যে ২৫ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

'ক' (বিষয়: পছন্দমত যে কোন বিষয়), 'খ' (বিষয়: আমার স্কুল), 'গ' (বিষয়: আমার পরিবার) এবং 'ঘ' (বিষয়: প্রাকৃতিক দূর্যোগ: কন্যাশিশু) গ্রুপে যথাক্রমে প্রথম স্থান অর্জন করে রাজধানীর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল-এর ছাত্রী ফারিনা জাহান অর্পিতা, ঢাকার শান্তিনগরে অবস্থিত উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ-এর দিপ দত্ত, রাজধানীর বাড্ডার এডুকো হোবা পাঠশালা-এর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র কাউছার আহাম্মেদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজ-এর অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মাইশা মালিহা সিদ্দিকী।

প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রোগ্রাম অফিসার, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী জনাব সামিনা নাফিজ এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটের চিত্রশিল্পী জনাব মাহমুদ উল হাসান সোহাগ।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র আয়োজনে 'বাল্য বিয়েই কন্যাশিশুর স্বাভাবিক জীবনের অন্তরায়' শীর্ষক এক সচেতনতামূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১ অক্টোবর, ২০১৪ বুধবার বেলা ১০:৩০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সংসদীয় পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডোরী স্কুল এবং সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি- মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মালেকা বেগম- চেয়ারপার্সন, সমাজবিজ্ঞান এবং জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটি। পর্যালোচক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. বদিউল আলম মজুমদার- সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, সালমা খান- নারীনেত্রী, ভূতপূর্ব চেয়ারপারসন ও বর্তমান সদস্য, জাতিসংঘ সিডও কমিটি। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, 'বাল্যবিবাহের কারণে বাংলাদেশের মেয়েরা বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে। তাই বাল্যবিবাহ রোধে বর্তমান সরকার নতুন আইন প্রণয়নসহ নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪-এর খসড়ায় শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে, যা বাল্যবিবাহের মাত্রাকে কমিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তবে তাড়াহুড়ে করে কোন আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই সবার মতামত নিয়েই বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি চুড়ান্ত করা হবে।'

অধ্যাপক মালেকা বেগম বলেন, 'কন্যাশিশুদের মত ছেলেদের বাল্যবিবাহও সমাজের একটি বিশেষ ক্ষতিকারক দিক।' তিনি বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪-এর খসড়ায় ছেলে-মেয়ের বিবাহের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, 'বাল্যবিবাহ একটি ভয়ানক সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের দরিদ্র শ্রেণী থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সব শ্রেণীতেই বিদ্যমান।' সুতরাং এর নেতিবাচক প্রভাবের কথা চিন্তা করে কোন শিশুকেই অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে না দেওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'সমগ্র জাতি আজ বাল্যবিবাহের বিপক্ষে। কারণ বাল্যবিবাহের মাশুল পুরো জাতিকেই দিতে হয়। সুতরাং সবাইকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সোচ্চার হতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানোর জন্য মন্ত্রিসভা একটি সুপারিশ করেছে, যা মূলত বাল্যবিবাহকেই উৎসাহিত করবে। তাই বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য ন্যূনতম ১৮ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর বহাল রাখতে হবে।'

সালমা খান বলেন, 'বাল্যবিবাহের কারণে শিশুরা সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে না। তাদের করুণ পরিণতির শিকার হয়। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই কাজ করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা কন্যাশিশুর ওপর বাল্যবিবাহের বোঝা চাপিয়ে দেই, এরফলে তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অল্প বয়সে মা হয়ে যায়। পরিণতিতে জন্ম হয় একটি অপুষ্ট শিশুর, যা সমগ্র জাতির জন্য একটি ক্ষতিকর বিষয়। তাই কন্যাশিশুদের কল্যাণের জন্য বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে হবে।'

নাছিমা আক্তার জলি বলেন, 'একজন সক্রিয় নাগরিক হিসেবে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক আমাদের সবাইকে অনুধাবন করতে হবে এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা পালন করতে হবে।' তাই এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি জেলায় আরও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪-এর খসড়ায় ছেলে-মেয়ের বিয়ের বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর করাই যৌক্তিক।' তাই আইনটি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে লক্ষ রাখার জন্য তিনি সরকারের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

দেশব্যাপী জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন

বরিশাল অঞ্চল

বরিশাল মহানগরী

'শিক্ষা-পুষ্টি নিশ্চিত করি, শিশু বিয়ে বন্ধ করি' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে বরিশাল শহরে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর যৌথ আয়োজনে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ বেলা ১১.৩০টায় অশ্বিনী কুমার হল মিলনায়তনে এক আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল ক্লাবের সভানেত্রী ও বরিশাল জেলা প্রশাসকের পত্নী ওয়াহিদা ফেরদৌস। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'শিশুবিবাহ বাংলাদেশের জন্য এক অভিশাপ। বরিশালও এর বাইরে নয়। এর ফলে যেমন বাড়ছে নারী নির্যাতন, তেমনি জন্ম নিচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশু। মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য হয়ে পড়ছে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শিশুবিবাহ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।'

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবু ইউসুফ মোঃ রেজাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় অংশ নেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রাশিদা বেগম, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা লুতফুন্নেসা ফেরদাউস, ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্সের জেলা সম্পাদক রিমা আক্তার এবং শের-ই-বাংলা হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মাহমুদ হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা পঙ্কজ রায় চৌধুরী এবং কন্যাশিশুদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। সভায় ইউএনএফপিএ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন দেখানো হয়।

বিকাল ৪.০০টায় একই স্থানে সম্মিলিত শিশু অধিকার দিবস উদ্‌যাপন পর্ষদ এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টসহ ছয়টি বেসরকারি সংস্থার আয়োজনে শিশু সমাবেশ, মতবিনিময় সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিশু অধিকার রক্ষা কমিটির সভাপতি জীবন কৃষ্ণ দে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ইমানুল হাকিম। বক্তব্য রাখেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক বরিশাল জেলা কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আক্কাস হোসেন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র'র জেলা সভাপতি হাবিবুর রহমান ও সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর কহিনুর বেগম প্রমুখ।

মাধবপাশা ইউনিয়ন, বাবুগঞ্জ উপজেলা, বরিশাল

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের খ্রিষ্টান পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর আয়োজনে বেলা ১০.০০টায় শুরু হওয়া এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজন মাধবপাশা ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি রবিন বৈদ্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য মোহাম্মাদ আলী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'শিশুবিবাহ কন্যাশিশুদের জন্য এক অভিশাপ। এর ফলে বঞ্চিত হয় শিক্ষা ও পুষ্টির অধিকার থেকে। তাই শিশুবিবাহ বন্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার।' অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর বাবুগঞ্জ উপজেলার সমন্বয়কারী মোঃ আল-আমিন শেখ।

ঝালকাঠি

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ঝালকাঠি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর যৌথ আয়োজনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে দিনব্যাপী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১০.০০টায় শুরু হওয়া এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জাকির হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শাখাওয়াত হোসেন। অনুষ্ঠানটি

পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর ঝালকাঠি জেলা সমন্বয়কারী মোঃ জাকির হোসেন। এছাড়া র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ঝালকাঠি সদর উপজেলার কেওড়া এবং কীর্ত্তিপাশা ইউনিয়ন ও নলছিটি উপজেলা পরিষদ ও মগর ইউনিয়ন পরিষদে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

কুমিল্লা অঞ্চল

কুমিল্লা শহর

জেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে কুমিল্লা শহরে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪। এ উপলক্ষে ঝাউতলা সি.ডি.এফ স্কুল থেকে ১০০ জন নারী ও ৬০ জন পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি শিল্পকলা একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে শিল্পকলা একাডেমীর সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক হাসানুজ্জামান কল্লোল। প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আ.ক ম. বাহাউদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সাহিদা আঞ্জুমান ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ফরিদউদ্দিন আহমেদ। আলোচনা সভায় আ.ক ম. বাহাউদ্দিন পথশিশুদের জন্য কুমিল্লা শহরে একটি স্কুল স্থাপনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভা শেষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

লাকসাম উপজেলা

উপজেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর আয়োজনে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪। এ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে প্রায় ১০০ জন নারী ও ৫০ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করে। র‍্যালিটি উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু করে বি.এন স্কুল হয়ে আবার উপজেলা পরিষদে ফিরে আসে। র‍্যালি শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা মোঃ শফিউল আলম-এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ফাতেমা বেগম, লাকসাম উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদা বেগম। বক্তারা শিশুবিবাহ বন্ধের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে শিশুবিবাহ বন্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা দানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আজগরা ইউনিয়ন, লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নে ১৩৫ জন নারী ও ৪০ জন পুরুষের একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি কালিয়াচৌ কিন্ডার গার্টেন থেকে শুরু হয়ে আজগরা বাজার প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে কালিয়াচৌ কিন্ডার গার্টেনের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক ও কালিয়াচৌ কিন্ডার গার্টেন-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শিপলু দাস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজগরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ রুহুল আমিন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, '২০১৫ সালের মধ্যে আজগরা ইউনিয়নকে শতভাগ বাল্যবিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে আমরা সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রত্যেককে জন্মসনদ দিচ্ছি। এছাড়া ইউনিয়নের সকল কাজীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেউ যাতে কেউ বাল্যবিবাহ না পড়ান। এখন শুধু দরকার জনসচেতনতা।' এ সময় তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-কে ধন্যবাদ জানান।

উত্তরদা ইউনিয়ন, লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে লাকসাম উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়নের গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন ১৯৭ জন ছাত্রী ও ১৩ জন শিক্ষক। র‍্যালিটি গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে শুরু হয়ে খিলা বাজার প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে কলেজের সভাকক্ষে মোহাম্মদ আলী মজুমদার-এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী শিশুবিবাহ বন্ধে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার করেন।

নাঙ্গলকোট উপজেলা

উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলায় পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪। দিবসটি পালন উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সাইদুল আরিফের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে উপজেলা চত্বরে দিবস পালনের প্রতিপাদ্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা লায়লা আঞ্জুমান বানু, প্রকৌশলী ফজলুল হক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ.বি.এম আব্দুল হান্নান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল খায়ের ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী তোফায়েল হোসেন মজুমদার প্রমুখ।

মাধাইয়া ইউনিয়ন, চান্দিনা, কুমিল্লা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে চান্দিনা উপজেলার মাধাইয়া ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর.সি.ডি.এস-এর পরিচালক সাদেক সফিউল্লাহ-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি চেয়ারম্যান আবুল হোসেন। সভায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক সুলতান আহমদ সরকার ও নারীনেত্রী জেসমিন শিশুবিবাহ বন্ধ ও নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। দিবস পালনের এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ১৫০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

নাথের পেটুয়া ইউনিয়ন, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় মনোহরগঞ্জ উপজেলার নাথেরপেটুয়া ইউনিয়নে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হারুন-অর-রশিদ। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোহরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তফা মোর্শেদ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তানজুমা পারভিন লুনা। সভায় নাথেরপেটুয়া ইউনিয়নে শিশুবিবাহ বন্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তফা মোর্শেদ।

নোয়াখালী শহর

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর আয়োজনে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহিদা আক্তার। প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অনুপম বড়ুয়া। এছাড়া আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর নোয়াখালী জেলা কমিটির সভাপতি ফরিদা আক্তার, সুন্দলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম, বেসরকারি সংগঠন ঘরনী-এর নির্বাহী পরিচালক পপি আক্তার প্রমুখ। সভায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রতিপাদ্য ও শিশুবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

লক্ষ্মীপুর শহর

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে ও জেলা বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সহায়তায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাহাবুব আলম, নারীনেত্রী মমতাজ বেগম ও নারী উন্নয়ন সংস্থা-এর নির্বাহী পরিচালক মাসুমা বেগম বক্তব্য রাখেন। বক্তারা জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রেক্ষাপট ও শিশুবিবাহের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

চর রমনী মোহন ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা, লক্ষ্মীপুর

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চর রমনী মোহন ইউনিয়নে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ইউপি সদস্য মোঃ দুলাল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিশুবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা হয় এবং ইউনিয়নকে শতভাগ শিশুবিবাহ মুক্ত করার ঘোষণা দেন। সভায় ইউপি সদস্য মোঃ দুলাল হোসেন ও আয়েশা বেগম প্রমুখসহ ৩০ জন নারী ও ২০ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

কক্সবাজার শহর

জেলা প্রশাসন, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে কক্সবাজার শহরে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪। কর্মসূচির শুরুতে ১৫০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে জাতীয় মহিলা সংস্থা-এর সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নারীনেত্রী শামীম আকতার। প্রধান অতিথি ছিলেন কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হেলেনাজ তাহেরা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় মহিলা সংস্থা-এর এলাকা সমন্বয়কারী মুজিবুর রহমান ও কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদা বেগম প্রমুখ।

চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির শুরুতে প্রায় ২৫০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালিটি বের করা হয়। র‍্যালিটি উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু করে থানা সেন্টার হয়ে আবার উপজেলা পরিষদের মোহনা ভবনে ফিরে আসে। র‍্যালি শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা মাইন উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান জাফর আলম ও চকরিয়া উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান চম্পা আকতার। বক্তারা শিশুবিবাহ বন্ধ ও নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় শিশুবিবাহ বন্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাইন উদ্দিন।

বদরখালী ইউনিয়ন, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে চকরিয়া উপজেলার বদরখালী ইউনিয়নের ইকরা একাডেমীতে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নুরুল কাদের। সভায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক মোঃ আলমগীর ও নারীনেত্রী রুজী খান জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রতিপাদ্য ও শিশুবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় এক শ' জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে ঢেমুশিয়া ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি সদস্য শেখ শাহিনা। সভায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর এলাকা সমন্বয়কারী

মোঃ মাঈনুল ইসলাম কন্যাশিশুর নিরাপদে বেড়ে ওঠার জন্য সমাজের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় ঢেমুশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও নারীনেত্রীসহ প্রায় ১৫০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

কোনাখালী ইউনিয়ন, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- এর আয়োজনে কোনাখালী ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০.০০টায় ১নং ওয়ার্ড থেকে শুরু হওয়া একটি র‍্যালি ২নং ওয়ার্ড এর স্টেশন দিয়ে কোনাখালী করিমিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এসে শেষ হয়। সকাল ১১.০০টায় বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপি চেয়ারম্যান দিদারুল হক। সভায় নারীনেত্রী হ্যাপী খানম তাঁর বক্তব্যে শিশুবিবাহ বন্ধ করে কন্যাশিশুদের বিকশিত হওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত কর্মসূচিতে ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৯০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা অঞ্চল

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা

কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করে শিশুবিবাহ বন্ধের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে ডেমরা থানার সারুলিয়ায় পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এ উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সকাল ১০.০০টায় সারুলিয়ার বড়ভাঙ্গা ব্রীজ থেকে একটি বের হওয়া একটি র‍্যালি স্টাফ কোয়ার্টার পর্যন্ত গিয়ে ক্রিয়েটিভ মডেল একাডেমীর মাঠে এসে শেষ হয়। ক্রিয়েটিভ মডেল একাডেমীর প্রধান শিক্ষক ফারুক আহম্মেদ মিয়াজী-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এ র‍্যালিতে দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন, সবুজবাগ থানা, ঢাকা

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে সবুজবাগ থানার দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মানিকদিয়ায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সকাল ১০.০০টায় বের হওয়া র‍্যালিটি মানিকদিয়া থেকে মানিকদিয়া চেয়ারম্যান বাড়ি পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক বিল্লাল হোসেন র‍্যালি ও আলোচনা সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

লৌহজং পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল ৯.০০টায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। জতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম লৌহজং উপজেলা কমিটি আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম লৌহজং উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সালমা পারভেজ, নিভা রাণী দাস, আফরোজা ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম অফিসার এ.জি.এম. আলমগীর প্রমুখ। সালমা পারভেজ তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'কন্যাশিশুদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে আমরা পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি করতে পারবো। কেননা একজন সুস্থ কন্যাশিশুরাই আগামী দিনের উপার্জনক্ষম ও স্বাবলম্বী নারী হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে।'

চম্পতলা হাইস্কুল, মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ মুন্সীগঞ্জ সদরের চম্পতলা হাইস্কুলে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ১১.০০টা থেকে চম্পাতলা হাইস্কুলের ছাত্রীরা স্কুলের সভাকক্ষে সমবেত হতে থাকে। সকাল ১১:৩০টায় সেখানে শুরু হয় আলোচনা সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ও চম্পাতলা হাই বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ। সভায় শিশুবিবাহ বন্ধ করে কন্যাশিশুর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

কোলাপাড়া ইউনিয়ন, শ্রীনগর উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে ৪ অক্টোবর, ২০১৪ মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার কোলাপাড়া ইউনিয়নে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সকাল ১০.০০টায় সমষপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে বের হওয়া র‍্যালিটি স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম শ্রীনগর উপজেলা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মাসুম খান ডালু প্রমুখ। এ সময় দিবস পালনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত লিফলেট বিতরণ করা হয়। উক্ত র‍্যালিতে বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

পঞ্চসার ইউনিয়ন, মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পঞ্চসার ইউনিয়নের রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে দু শ' ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। শিশুবিবাহ কমিয়ে এনে কন্যাশিশুর শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতেই এবছর এ দিবসটি পালন করা হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান মিক্ষক সালমা বেগম। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম অফিসার এ.জি.এম. আলমগীর উপস্থিত ছিলেন।

মানিকগঞ্জ

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানিকগঞ্জে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর আয়োজনে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়। ফোরাম-এর জেলা কমিটির সভাপতি তাজরানা ইয়াসমিন টুলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাটুরিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ খান ফটো। ফোরাম-এর জেলা সম্পাদক মাহিন খান-এর উপস্থাপনায় আলোচনা অংশ নেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক জেলা কমিটির সম্পাদক ইকবাল হোসেন কচি, সায়েদুর রহমান সক্কু ও মনিরা আক্তার প্রমুখ। আলোচকবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, 'কন্যাশিশুরা শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান ও উপার্জনক্ষম হলে পরিবার তথা রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হয়, তাই শিশুর বিবাহ রোধ করে কন্যাশিশুর প্রতি পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এছাড়া শিশুবিবাহ রোধকল্পে এ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে ধারণা ও তা মেনে চলার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।'

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এবং দিঘী ইউনিয়নের মুলজান উচ্চ বিদ্যালয় ও ভাটবাউর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ইউনিয়ন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নারীনেত্রী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া ১৫ অক্টোবর, ২০১৪ ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুজন-এর আয়োজনে র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি এবং তাদের নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK: